

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

195085 - বৃষ্টি নামলে দুআ করা কি মুস্তাহাব, বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাতের সময় কি পড়তে হয়?

প্রশ্ন

এক: বৃষ্টি নামলে, বজ্রলি ও বজ্রপাত দেখে কি দুআ পড়তে হয়? দুই: বৃষ্টিপাতকালে পঠতি দুআ মাকবুল- এ সংক্রান্ত হাদিসটি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বৃষ্টি দেখেতেন তখন বলতেন:

“আল্লাহুম্মা, সাযুযিবান নাফআ (হে আল্লাহ, এ যনে হয় কল্যাণকর বৃষ্টি)। [সহীহ বুখারি, ১০৩২]

আবু দাউদরে বর্ণনায় (নং ৫০৯৯) হাদিসটির ভাষা হচ্ছে- “আল্লাহুম্মা, সাযুযিবান হানআ (হে আল্লাহ, এ যনে হয়

তৃপ্তদায়ক বৃষ্টি)। [আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলছেন]

الصَّيْبِ (আল-সায়ুযিবি) শব্দরে অর্থ হচ্ছে- প্রবহমান ও চলমান বারধারা। শব্দটি صَائِبٌ থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ

হচ্ছে- নামা। যমেন আল্লাহ তাআলা বলেন: أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ (অর্থ- আকাশ থেকে অবতীর্ণ বারধারার মত) [সূরা বাকারা,

আয়াত: ১৯] এ শব্দটি فَيْعَل এর ওজননে الصَّوْبِ শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। [দখুন: খাত্তাবীর ‘মাআলমুস সুনান’ (৪/১৪৬)]

বৃষ্টিতে বরে হওয়া, শরীরেরে কিছু অংশ বৃষ্টিতে ভেজানো সুন্নত। আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে তিনি বলেন:

একবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছলাম; তখন আমাদেরকে বৃষ্টি পলে। তিনি বলেন: তখন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গায়েরে পোশাকেরে কিছু অংশ সরিয়ে নলিনে যাতেরে গায়েরে বৃষ্টি লাগে। তখন

আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনকিনে এমনটি করলনে? তিনি বললনে: “কারণ বৃষ্টি তাঁর প্রতাপালকেরে কাছ থেকে

সদ্য আগত”। [সহীহ মুসলিম (৮৯৮)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যখন প্রবল বৃষ্টি হত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: “আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা, ওয়া লা আলাইনা, আল্লাহুম্মা আলাল আ-কাম ওয়ায যুরাব ওয়া বুতুনলি আওদআ ওয়া মানাবতিসি শাজার” (অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের আশপাশে বৃষ্টি দিনি, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ! পাহাড়-টলি, খাল-নালা এবং উদ্ভদি গজাবার স্থানগুলোতে বৃষ্টি দিনি।)[সহি বুখারী (১০১৪)]

পক্ষান্তরে, বজ্রপাত শুনতে যত্ন নেওয়া পড়তে হয়: আব্দুল্লাহ বনি যুবারে (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বজ্রপাতের সময় কথা বন্ধ রাখতেন এবং বলতেন: **وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ** (অর্থ- তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফরেশেতা, সভয়ে।)[সূরা রাদ, আয়াত: ১৩] এরপর বলেন: এটি দুনিয়াবাসীর জন্য চরম হুমকি।[আদাবুল মুফরাদ (৭২৩), মুয়াত্তা মালকে (৩৬৪১) ইমাম নববী ‘আল-আযকার’ গ্রন্থে (২৩৫) এবং আলবানি ‘সহি আদাবুল মুফরাদ’ গ্রন্থে (৫৫৬) হাদিসটির সনদকে সহি বলছেন]

এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত কোন মারফু হাদিসি আমাদের কোন জানা নহে।

অনুরূপভাবে আমাদের জানা মতে, বজ্রপাতের পঠিতব্য কোন দুআ বা যিকিরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়নি। আল্লাহই ভাল জানেন।

দুই:

বৃষ্টিপাতের সময় বান্দাদের উপর আল্লাহর রহমত, করুণা ও সম্পদের সচ্ছলতা নাযিলের সময়; তাই এটি দুআ কবুলের উপযুক্ত মওকা। সাহল বনি সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “দুইটি দুআ প্রত্যাখ্যান করা হয় না। আযানের সময় দুআ ও বৃষ্টির নীচের দুআ।”[হাকমে এর ‘মুস্তাদরাক’ (২৫৩৪), তাবারানী এর আল-মুজাম আল-কাবীর (৫৭৫৬), আলবানি সহিহুল জামে গ্রন্থে (৩০৭৮) হাদিসটিকে সহি বলছেন।

হাদিসের বাণী **والدعاء عند النداء** অর্থ- আযানের সময় দুআ কথিবা আযানের পরের দুআ।

হাদিসের বাণী: **وتحت المطر** এর অর্থ হচ্ছে- বৃষ্টি নাযিলের সময়।

আল্লাহই ভাল জানেন।